তারিখ ... 25 JAN 2016 ...
পৃঃ ... ২০ ... কলাম ... ১ ...

দৈনিক ইত্তেফাক

গৌরবময় ঐতিহ্যকে ধরে ছাত্র সমাজ জাতি গঠনে ভূমিকা রাখবে : রাষ্ট্রপতি

আজিমউদ্দিন হাইস্কুলের শতবর্ষপূর্তি উৎসব

■ কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ বলেছেন, বাংলাদেশের ছাত্রসমাজের রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। এ দেশের ছাত্ররাই মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রেখেছে। ছাত্রসমাজের সেই গৌরবময় ঐতিহ্যকে ধারণ করে বর্তমান শিক্ষার্থীরা জাতি গঠনে অবদান রাখবে— জাতি এটাই প্রত্যাশা করে। দেশ ও জাতির কল্যাণই হবে তাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কোনো ধরনের লোভ-লালসা বা হীন স্বার্থ চরিতার্থের মনোবৃত্তি যেন তাদের কোমল মনকে কলুষিত করতে না পারে সে ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে।

গতকাল রবিবার বিকালে জেলা শহরের ঐতিহ্যবাহী আজিমউদ্দিন হাইস্কুলের তিন দিনব্যাপী আয়োজিত শতবর্ষ পূর্তি উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, আমরা এখন একবিংশ শতাব্দীতে বাস করছি। বিশ্ব এখন পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি প্রতিযোগিতামূলক ও চ্যালেঞ্জিং। এই চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। নতুন প্রজন্মকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও দক্ষতায় হতে হবে বিশ্বমানের। আর এ উদ্যোগটি স্কুল পর্যায় থেকেই শুরু করতে হবে। যুগের পরিক্রমায় শিক্ষার ধ্যান-ধারণা ও শিক্ষাদান পদ্ধতিতেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। তাই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদেরও পরিবর্তীত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এগিয়ে যেতে হবে।

শিক্ষক সমাজের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে মানুষ গড়ার কারখানা, আর আপনারা তার মহান কারিগর। আমার বিশ্বাস ছাত্র-ছাত্রীদের সুশিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরিত করতে আপনারা আপনাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন। দেশ ও জনগণের কাছে আমরা প্রত্যেকেই দায়বদ্ধ। স্কুলগুলো পরিচালিত হয় জনগণের অর্থে। সেখানে লেখাপড়া করে আমাদের সন্তানরা। তাই উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ ও সুনাম বজায় রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের। তিনি বলেন, কিশোরগঞ্জে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আজিমউদ্দিন হাইস্কুলকে সরকারিকরণের দাবি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমার পক্ষ থেকে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করবো না। তবে এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানকেও এগিয়ে আসতে হবে।

শতবর্ষ পূর্তি উদযাপন কমিটির সভাপতি বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মো. আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মো. মুজিবুল হক চুন্নু, অ্যাডভোকেট মো. সোহরাবউদ্দিন এমপি, রেজওয়ান আহম্মদ তৌফিক এমপি, মো. আফজল হোসেন এমপি, দিলারা বেগম আসমা এমপি ও জেলা পরিষদের পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৮

গৌরবময় ঐতিহ্যকে

২০ পৃষ্ঠার পর

প্রশাসক মো. জিল্লুর রহমান।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন শতবর্ষ পূর্তি উৎসব উদযাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ প্রফেসর আ ন ম নৌশাদ খান ও মানপত্র পাঠ করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোকাররম হোসেন শোকরানা। পরে রাষ্ট্রপতি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।